COAST Trust
participates in survival strategies of coastal poor

# céÖRi Av‡jv

প্রকাশনায় শিশু সুরক্ষা প্রকল্প, কোস্ট ট্রাস্ট

unicef

২১তম (ফেব্রুয়ারী) সংস্করণ, প্রকাশকাল ০১/০৩/২০২০, রোহিঙ্গা কিশোর-কিশোরীদের জন্য সুরক্ষিত ও প্রাণোচ্ছ্বল পরিবেশ নিশ্চিতকরণ প্রকল্প, উখিয়া ত্রাণ পরিচালনা কেন্দ্র, উখিয়া, কক্সবাজার।

মায়ানমার হতে বাস্তুচ্যুত হয়ে কক্সবাজারের জেলার বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে বসবাসকারী রোহিঙ্গা কিশোর-কিশোরীদের জন্য স্থিতিশীল ও প্রাণোচ্ছ্বল পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রকল্পটি ক্যাম্প পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। যার মেয়াদকাল ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ থেকে ৩১ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আগমণের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ স্থানীয় জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নে প্রকল্প কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

## স্থানীয় এবং রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ে আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

স্থানীয় এবং রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ক্যাম্পে গভীর শ্রদ্ধার সাথে আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়েছে। 'সীমান্তবিহীন ভাষা' এই শ্লোগানকে ধারণ করে অনুষ্ঠান সমূহে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র সংরক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৬১৬ জন কিশোর-কিশোরী, স্থানীয় প্রতিনিধি এবং রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা সভায় আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবসের ইতিহাস তুলে ধরার পাশাপাশি মাতৃভাষায় গান, কবিতা এবং অন্যান্য খেলাধুলা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ইউনিয়নের সদস্যগণ এমন দিনগুলো বেছে নেয়ার জন্য প্রশংসা করেন।

*রত্নাপালং এমপিসি কর্তৃক আয়োজিত আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবসের র‌্যালী। ছবি: সাইফুল ইসলাম, এমপিসি সু-পারভাইজার, রত্নাপালং ইউনিয়ন।*

## প্রশিক্ষণ সমাপণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন

ক্যাম্প ৮ই, ১২, ১৪, ২০ সমপ্রসারণ এবং ২২ এ মাল্টিপারপাস সেন্টার সমূহে ৬ মাসের সেলাই প্রশিক্ষণ শেষে রোহিঙ্গা কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে প্রশিক্ষণ সমাপণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে যে সকল কিশোর-কিশোরী প্রশিক্ষণে ৭০% ভাগ উপস্থিত ছিলেন তাদের সেলাইয়ের প্রাথমিক উপকরণ প্রদান করা হয়। ৫ টি ক্যাম্পে ৪০১ জন সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেন। যাদের মাঝে এই উপকরণ বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে স্ব স্ব ক্যাম্পের ক্যাম্প ইন চার্জ, সহকারী ক্যাম্প ইন চার্জ, সাইট ম্যানেজমেন্ট কর্মকর্তা, অন্যান্য সহযোগি সংস্থার কর্মকর্তা এবং রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মাঝি ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তারা মাল্টিপারপাস সেন্টারের বিভিন্ন কার্যক্রম ঘুরে দেখেন এবং কোস্ট ট্রাস্টের মাল্টিপারপাস সেন্টারের কার্যক্রমকে তারা স্বাগত জানান। এই ধরনের প্রশিক্ষণ পরবর্তীতে রোহিঙ্গা কিশোর-কিশোরীদের স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করবে সেই আশা ব্যক্ত করেন।

*প্রশিক্ষণ সমাপণী অনুষ্ঠানে উপকরণ বিতরণ করছেন ক্যাম্প- ১৪ এর সিআইসি জনাব কাজী ফারুক আহমদ। ছবি: শফিউল করিম, আউটরিচ ওয়ার্কার, ক্যাম্প- ১৪।*

## সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম অব্যাহত

খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক সম্পৃক্ততা প্রত্যেকটি বয়সের মানুষের জন্য একটি ফলপ্রসু কার্যক্রম। এটি ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে কোস্ট শিশু সুরক্ষা প্রকল্প বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় কোস্ট ট্রাস্ট পরিচালিত স্থানীয় সমপ্রদায়ের তিনটি মাল্টিপারপাস সেন্টারে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে দুইশতাধিক কিশোর-কিশোরী অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে থেকে ৫৪ জনকে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বিজয়ী হিসেবে পুরষ্কার প্রদান করা হয়। প্রতিযোগিতার মধ্যে মিউজিক্যাল চেয়ার, বল নিক্ষেপ, মিনিবার ফুটবল, বিস্কিট খাওয়া, দেশাত্ববোধক গান, ইসলামিক গজল ইত্যাদি অর্ন্তভূক্ত ছিল। স্থানীয় প্রশাসন এমন উদ্ভাবনী আয়োজনের কোস্ট ট্রাস্টকে ধন্যবাদ জানান।

*টেকনাফ এমপিসি কর্তৃক আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার একটি অংশ। ছবি: আজিজুল হক, এমপিসি এসিস্ট্যান্ট সু-পারভাইজার, টেকনাফ সদর ইউনিয়ন।*

## কিশোরী হাসির ফোয়ারায় মেতে ওঠে সেন্টার

মায়ানমার হতে সব হারিয়ে রোহিঙ্গা কিশোর-কিশোরীরা যখন বাংলাদেশে আসে তখন তাদের মন মানসিকতা ভালো ছিল না। সবসময় একটা হতাশার হাতছানি তাদেরকে তাড়া করে বেড়াত। তাদের চোখের সামনে বাবা মাকে মারা যেতে দেখেছে, প্রিয়জনদের হারিয়ে তাঁরা কেউ ট্রমাতে চলে যায়, কেউ হতাশায় ভোগে, কেউ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। কোস্ট ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত মাল্টিপারপাস সেন্টারে মনো সামাজিক সেশনের মাধ্যমে প্রতিদিন কিশোর-কিশোরীর মেলা বসে। এলএসবি এবং মনো সামাজিক সেশনের মাধ্যমে আস্তে আস্তে তাদের দুঃখ থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায়তা কর। প্রতিটি তাঁরা প্রাণ খুলে কথা বলতে পারে, বিভিন্ন খেলার সামগ্রী ব্যবহার করে, বিনোদনের পোশাক পরিচ্ছদ পরে খেলা খেলতে পারে। সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত সেন্টারে কার্যক্রমের পাশাপাশি তাদের দুঃখ কষ্ট ভুলে হাসির ফোয়ারার মেতে ওঠে সেন্টার।

*এমপিসিতে পিএসএস সেশনে কিশোরীদের মানসিক ভাবে চাঙ্গা করার জন্য কাজ করছেন রাবেয়া বশরী, স্যোশাল ওয়ার্কার। ছবি: গিয়াস উদ্দিন, আউটরিচ ওয়ার্কার, ক্যাম্প- ২২।*

### ভাঙ্গা সংসারের হাল ধরলো মনিরা

মনিরা আক্তার, বয়স ১৭ বছর। সে বাবা নুরুল কবির, মা ফিরোজা বেগম, দুই ভাই এবং পাঁচ বোন নিয়ে জালিয়াপালং ইউনিয়নের তেতুলতলী গ্রামে বসবাস করছে। দিনমজুর বাবার উপার্জনে কোন রকমে তাদের সংসার চলছে। দারিদ্রতার কারণে ৭ম শ্রেণীতে থেমে যায় মনিরার লেখাপড়া। তিন বছর ধরে ঘরের কাজ করে সময় পার করছিল। সে কোস্ট ট্রাস্ট এর কর্মী ইকবাল মোশারফ হোসাইনের কাছে সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পেরে মাল্টিপারপাস সেন্টারে নাম লিখায়। সেখানে সে জীবন দক্ষতা শিক্ষা, মনোসামাজিক সেশনের পাশাপাশি সেলাইয়ের প্রশিক্ষণে অংশ নেয়। ছয় মাস প্রশিক্ষণ শেষে মনিরার বাবা ঋণ করে মেয়ের জন্য একটি সেলাই মেশিন কিনে দেয়। এখন সে ঘরে বসেই সেলাই অর্ডার নিয়ে কাজ করে। অল্প অল্প করে আয়ের টাকা জমিয়ে ঋণের টাকা পরিশোধ করেছে। এখন তার মাসিক আয় প্রায় ৩০০০ টাকা। তাঁর আয় পরিবারে স্বচ্ছলতা ফিরিয়েছে। স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করায় মনিরা কোস্ট-এর প্রতি কৃতজ্ঞ। কারন এখন সে তাঁর বাবার সাথে ভাঙ্গা সংসারের হাল ধরে কাজ করছে। তাঁর লেখাপড়ার স্বপ্ন ছোট ভাইবোনদের দিয়ে পূরণ করবে এমনকি সে নিজে সেলাইয়ের দোকান দিবে এমনই স্বপ্ন তাঁর। জালিয়াপালং ইউনিয়ন পরিষদ কোস্ট ট্রাস্টের এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানায় এবং আশা প্রকাশ করেন কোস্ট সকল কিশোর-কিশোরীদের মাঝে সেবা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য তাদের কাজের পরিধি বিস্তৃত করবে।

*বাড়িতে বসে নিজের মেশিনে কাজ করছে মনিরা আক্তার। ছবি: ইকবাল মোশারফ হোসাইন, এমপিসি এসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার, জালিয়াপালং ইউনিয়ন।*

### বাল্যবিবাহ রোধে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে রোহিঙ্গা কিশোরী গ্রুপ

শিশু সুরক্ষার গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হচ্ছে বাল্যবিবাহ রোধ করা। সারা পৃথিবীব্যাপী বাল্যবিবাহ রোধে জাতিসংঘ, বিভিন্ন দেশের সরকার, দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ইউনিসেফের অর্থায়নে 'কোস্ট ট্রাস্ট শিশু সুরক্ষা প্রকল্প' মায়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা কিশোরীদের বাল্যবিবাহ রোধে সক্রিয়ভাবে ভূমিকা পালন করছে। দীর্ঘদিন যাবৎ উক্ত কার্যক্রম সম্পাদনের ফলে ক্যাম্পে বাল্যবিবাহের মাত্রা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। একই সাথে কোস্ট ট্রাস্টের তালিকাভুক্ত রোহিঙ্গা কিশোরীদের একটি গ্রুপ বাল্যবিবাহ রোধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। তারা নিজে উদ্যোগী হয়ে বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য নানমুখী কৌশল ও পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। বিশেষ করে এই কিশোরী গ্রুপটি যখন অবগত হন যে, ১৪ নং ক্যাম্পে ১৮ বছরের নিচে কোন কিশোরীর বিয়ের প্রস্তুতি চলছে প্রথমত তারা ঐ কিশোরীকে এ বিষয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেন, তার অভিভাবককে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে অবগত করেন। পরবর্তীতে প্রয়োজনে বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে অবহিত করে। তাদের এ ধরনের উদ্যোগের ফলে বেশ কয়েকটি বাল্যবিবাহ ইতিমধ্যে বন্ধ হয়েছে। তাদের এ ধরনের উদ্যোগের ফলে অপ্রাপ্ত বয়স্ক কিশোরীরা বাল্যবিবাহের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে। যা অন্যান্য কিশোরীদের ভবিষ্যত বাল্যবিবাহ রোধে সাহসী করে তুলছে। কোস্ট ট্রাস্টের ১৪ নং ক্যাম্পের কর্মীরা এরকম আরও কয়েকটি সক্রিয় গ্রুপ তৈরীর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এভাবে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ক্যাম্পে বাল্য বিবাহের মাত্রা শুণ্যের কোঠায় নিয়ে আসার লক্ষ্য পূরণ হবে বলে আশা করা যায়।

*জনৈক কিশোরীর বাল্যবিবাহ রোধে তার অভিভাবকের সাথে কথা বলছেন সক্রিয় কিশোরী গ্রুপটি। ছবি: আলেয়া আক্তার, আউটরিচ ওয়ার্কার, ক্যাম্প- ১৪।*

### বীজ থেকে পরিবারে পুষ্টির যোগান

কোস্ট ট্রাস্ট শিশু সুরক্ষা প্রকল্পের উদ্যোগে স্থানীয় ও রোহিঙ্গা কিশোর-কিশোরীদের মাঝে বিতরণকৃত বীজ এর মাধ্যমে গড়ে উঠেছে সবজি বাগান। পরিবারের সহায়তায় কিশোর-কিশোরীরা বসতবাড়িতে এই সবজি বাগান গড়ে তোলে। এই সবজি বাগান পরিবারের খাদ্য চাহিদা পূরণের পাশাপাশি কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টির যোগান দেয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

*আউটরিচ ওর্য়াকার কর্তৃক টেকনাফে কিশোরীর বসতবাড়িতে সবজি বাগান পরিদর্শন। ছবি: আজিজুল হক, এমপিসি এসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার, টেকনাফ সদর ইউনিয়ন।*

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন মোঃ তাজুল ইসলাম, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, রোহিঙ্গা কিশোর-কিশোরীদের জন্য সুরক্ষিত ও প্রাণোচ্ছল পরিবেশ নিশ্চিতকরণ প্রকল্প, উখিয়া ত্রাণ পরিচালনা কেন্দ্র, উখিয়া, কক্সবাজার। মোবাইল: +৮৮০১৭৬২-৬২৪৮১৫,
ই-মেইল: tajulislam.coast@gmail.com